COVID19 মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে চাষীভাইদের কিছু পরামর্শ

সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ সারথি ব্যানার্জী
আই. সি. এ. আর. –ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পূর্বাঞ্চলীয় কেন্দ্র, বেলগাছিয়া ৭০০ ০৩৭

❖ COVID19 ও করোনা ভাইরাস – সম্যক ধারণা

করোনা ভাইরাস RNA প্রজাতির ভাইরাস। এই প্রজাতির ভাইরাস পশু ও মানুষের বিবিধ রোগের জন্য দায়ী। মানুষের ক্ষেত্রে, করোনা ভাইরাস সামান্য সর্দি কাশি থেকে শুরু করে সিভিয়ার একিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম এর মতো বিপদজনক রোগ ছড়ায় । এই ভাইরাসটির চারিদিকে গদা সদৃশ প্রোটিন স্পাইক থাকার দরুন এটিকে দেখতে অনেকটা মুকুট বা ক্রাউন এর মতো লাগে - সেই জন্য এর নাম "করোনা ভাইরাস"।

কিছু করোনা ভাইরাস জুনোটিক – মানে পশু থেকে মানুষে সংক্রামিত হতে পারে। তবে সব করোনা ভাইরাস জুনোটিক নয়। এই নতুন করোনা ভাইরাস বা নভেল করোনা ভাইরাসটির সাথে সিভিয়ার একিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম সৃষ্টিকারী করোনা ভাইরাসটির সাদৃশ্য থাকার দরুন বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসটির নাম দিয়েছেন সার্স-কোভ-2 (SARS -CoV -2)। আর রোগটি COVID 19 নামে পরিচিত।

COVID19 রোগের সূত্রপাত গত বছরের শেষদিকে (December, 2019) চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে। চীন থেকেই এই মারণ ভাইরাস বিশ্বের বহু প্রান্তে ছাড়িয়ে যায় এবং বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা (WHO) COVID19 কে জনস্বাস্থ্যের সমূহ বিপদ হিসেবে উল্লেখ করে অতিমারী (Pandemic) রূপে চিহ্নিত করেছে।

❖ এই ভাইরাসটির সংক্রমণ কি করে হয় এবং প্রাণী থেকে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনাই বা কতটা

এই ভাইরাসটি নতুন এবং এখনো তাই এর সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অনেকটাই অন্ধকারে ।

তবে সাধারণত, ভাইরাসটি মানুষ থেকে মানুষে সহজেই সংক্রামিত হয়। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে এই ভাইরাসটি প্রথমে পশু থেকেই মানুষে এসেছিলো। মনে করা হয় যে Rhinolophus বাদুর থেকেই এই ভাইরাসের উদ্ভব। আবার অনেকে প্যাংগোলিন (pangolin) এর সাথে এর যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায়, ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান গবেষণা অনুষদ (Indian Council of Medical Research) বাদুড়ে এই ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছে। এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশে কিছু পোষ্য কুকুর এবং চিড়িয়াখানার বাঘেও এই ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে আক্রান্ত মানুষ থেকেই এই ভাইরাস কুকুর ও বাঘে ছড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মোটের উপর, এ কথা অনস্বীকার্য যে মারণ ভাইরাসটি প্রবল সংক্রমণ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, কেমন করে এই ভাইরাস প্রাণী থেকে মানুষে প্রথমে এলো, সে সম্পর্কে আরো গবেষণা প্রয়োজন। তবে আক্রান্ত প্রাণী থেকে মানুষের শরীরে রোগটি ছড়াতে পারে কিনা সে সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমান পাওয়া যায় নি।

আবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থান ও ভারতীয় গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রাণীজাত আমিষ (Protein) খাদ্য – যেমন দুধ, ডিম, মাছ, বা মাংস থেকে এই ভাইরাস সংক্রমণের কোনো সম্ভাবনার কথা বলা হয় নি । বরং প্রাণিজ প্রোটিন, দেহে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তবে এই জাতীয় খাদ্য উত্তম রূপে সুসিদ্ধ করে বা ফুটিয়েই খাওয়া উচিত। কারন, উষ্ণতাপমাত্রায় এই ভাইরাসটির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই কোনোরকম বিভ্রান্তিমুলক বা অমূলক প্রচার বা ভাবনা থেকে দূরে থাকুন।

❖ এই সময় প্রাণীপালনের সাবধানতা ও প্রযোজ্য নিয়মাবলী -

- গরম বাড়তে থাকার সাথে প্রাণীদের হিট স্ট্রেস বাড়ে, ফলস্বরূপ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাই গরমের সময় প্রাণীদের খোলামেলা জায়গায় রাখতে হবে। পর্যাপ্ত হাওয়া ও বাতাস থাকা দরকার। অনাবশ্যক ভাবে গাদাগাদি করে রাখলে সংক্রামক ব্যাধির সম্ভাবনা বহুগুনে বাড়ে ।

- পর্যাপ্ত পানীয় জলের যোগান দরকার।

- মাঝেমাঝে গুড় লবন জল খাওয়ানো যেতে পারে ।
- গবাদি প্রাণীদের সময়মতো ক্ষুরাই (FMD) বজবজে (ব্ল্যাক কোয়ার্টার), গলাফোলার (HS) টিকাকরণ আবশ্যিক ও এই রোগ গুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। সেই মতো ছাগলের ক্ষেত্রে পি পি আর ও পক্স সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে । পোল্ট্রির ক্ষেত্রে রানীক্ষেত, কক্সিডিয়া, গামবোরো রোগ এর প্রাদুর্ভাব বাড়তে পারে ।
- দীর্ঘ লকডাউন এর কারনে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব একটা বড়ো সমস্যা - এই সময় ইউরিয়া গুড় লবনের মিশ্রণ খাওয়ানো যায় । ইউরিয়া protein বা আমিষ জাতীয় খাবারের ঘাটতি মেটাতে পারে। তবে ইউরিয়ার পরিমান সঠিক হওয়া জরুরি। ইউরিয়া মিশ্রনের জন্যে পশু চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ নেওয়া উচিত।
- পর্যাপ্ত রোদ পেলে hay বা silage বানিয়ে রাখা যায় যা ভবিষ্যতে খাবারের ঘাটতি মেটাতে পারে।
- মিনারেল বা ভিটামিনের অভাব যাতে না হয়, সে জন্য ভিটামিন বা মিনারেল মিক্সচার সঠিক পরিমানে খাদ্যের সাথে দিতে হবে।
- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মতো আয়ুর্বেদিক পশু–ঔষধি ও প্রোবায়োটিক এর ব্যবহার করা যেতে পারে।
- গরমের সাথে সাথে বহিঃপরজীবী যেমন উকুন, মাছি, মশা এঁটুলি এর প্রকোপ বাড়ে। এর থেকে বিভিন্ন রক্ত পরজীবী যেমন ব্যাবেসিয়া, ট্রিপানোসোমা, থেইলেরিয়া মতো রোগ বাড়তে পারে। তাই বহিঃপরজীবীর সংক্রমণ থেকে সর্তক থাকা দরকার।
- গোয়াল বা খামারের পরিছন্নতা জরুরি। তাই চারপাশ ব্লিচিং বা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটের সল্যুশন দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে ।
- হাতের কাছে বিভিন্ন জীবাণুনাশক পদার্থ যেমন পটাশ, বোরিক অ্যাসিড, পভিডিন আয়োডিন রাখুন। ক্ষার জাতীয় পদার্থ বা এলকোহল নোভেল করোনা বা SARS-CoV-2 ভাইরাস ধ্বংস করে। তাই সাবান জলে বা এলকোহল মিশ্রিত দ্রবণ দিয়ে বার বার হাত ধুয়ে ফেলুন।
- কৃষিকাজ ও প্রাণীপালন লক ডাউন এর আওতার বাইরে। তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি ও নিয়মাবলী মেনে চলেই কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হলে প্রশাসনের সাহায্য ও পরামর্শ নিন।
- বাজার বা কোনো ধরণের সামাজিক অনুষ্ঠান বা দোকানের যে কোনো রকমের ভিড় থেকে দূরে থাকুন। কারণ এই ধরণের মেলামেশা সংক্রমণের তীব্রতা অনেক বাড়িয়ে দেয়।
- পশু খাদ্য বা ওষুধ সংগ্রহ কালীন সামাজিক দূরত্ব মেনে চলুন ।
- চাষবাসের কাজ বা প্রাণী পরিচর্যার সময়ও সুনির্দিষ্ট সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।
- সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট বা জ্বর এর লক্ষণ থাকলে একান্তে ঘরে থাকুন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অসুস্থ হলে চাষাবাদ বা প্রাণী পরিচর্যা করবেন না।
- গৃহপালিত প্রাণীদের কাছে যাওয়ার আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত, পা ও সংস্পর্শে থাকা অন্যান্য অঙ্গ পরিষ্কার করুন।
- মুখে মাস্ক না দিয়ে প্রাণীদের কাছে বা চাষাবাদের কাজে যাবেন না। মাস্ক না থাকলে বা মাস্কের পরিবর্তে পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কোনো প্রাণী অসুস্থ থাকলে, অসুস্থ প্রাণীটিকে পৃথক রাখুন ও দ্রুত পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- প্রাণীজাত বর্জ্য পদার্থ সুনির্দিষ্ট ভাবে পৃথক রাখুন এবং এখন কিছুদিন গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করবেন না।
- আপনার বা আপনার চাষের জমি বা পশুচারণ ক্ষেত্র রেড জোনে বা হট–স্পট এর আওতায় এলে, প্রশাসনের সমস্ত নিয়মাবলী মেনে চলুন ও তাদের সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা রেখেই কৃষি কাজ বা প্রাণিপালন করবেন। আপনার নিজের ও পরিবাবের সবাই এতে সুরক্ষিত থাকবে ।

আপনাদের প্রাণীপালন বা পশুচিকিৎসা সংক্রান্ত কোনোরকম দরকারে আমাদের সাথে টেলিফোন বা হোয়াটস্যাপ এ যোগাযোগ করতে পারেন -ডাঃ সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯৪৩৪০৮২৬৩৪); ডাঃ পার্থ সারথি ব্যানার্জী (৯৪১০৪৩১০৭)।

আই. সি. এ. আর. -ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পূর্বাঞ্চলীয় কেন্দ্র, বেলগাছিয়া ৭০০ ০৩৭, জনস্বার্থে প্রচারিত